আজকের কাগজ

207

তারিখ 15 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৯

রাজু হত্যার প্রতিবাদে কাল শোক দিবস

আবারো ছাত্র মিছিলে গুলি সংঘর্ষ টিয়ার গ্যাস গ্রেপ্তার চার

কাগজ প্রতিবেদকঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল শনিবার আবারো গোলাগুলি হয়েছে। শুক্রবারের গোলাগুলিতে রাজু নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মিছিলে একদল সশস্ত্র তরুণ গুলি বর্ষণ করেছে। ছাত্রঐক্য এই হামলার জন্যে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীদের দায়ী করে। এ সময় সূর্যসেন হল, লেকচার থিয়েটার, মধুর ক্যান্টিন ও লাইব্রেরী এলাকায় কমপক্ষে ২০ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয় বলে একটি অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়। পুলিশ অস্ত্রধারী ও বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ৫ থেকে ৭ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশ হলগুলো তল্লাশির কয়েক ঘন্টা পরই ক্যাম্পাসে আবার সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলো।

বেলা ১১টার দিকে নিহত ছাত্রনেতা রাজুর গায়েবানা জানাজা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে হয়। জানাজা শেষে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিক্ষোভ মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে লাইব্রেরী এলাকায় আশ্রয় নেয়। সশস্ত্র তরুণরা গুলি করতে করতে লাইব্রেরী চত্বরের দিকে তেড়ে আসলে মিছিলকারীরা টিএসসি'র দিকে চলে যায়।

এ দিকে গুলিবর্ষণ ও পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের ফলে ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ক্লাস ও পরীক্ষা চলছিলো। প্রাণভয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ছুটে পালায়। পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাসে কলা ভবনের ভেতর অবস্থানকারী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে পড়ে। অনেককেই মুখে রুমাল চেপে পানির খোঁজে দৌড়াতে দেখা যায়। ছাত্রীরা কেউ ভয়ে কাঁদছিলো, কেউবা ক্যাদানে গ্যাসের ঝাঁঝে।

বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ না করতে পেরে প্রেসক্লাবে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সেখানে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা নাজমুল হক প্রধান, বেলাল চৌধুরী, রুহিন হোসেন প্রিন্স। মিজানুর রহমান চন্দন ও আবদুস সাত্তার খান।

সমাবেশে বক্তারা এই হত্যাকান্ডকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সমাবেশে বক্তারা পুলিশের ভূমিকায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

সমাবেশে মঈন হত্যার প্রতিবাদে তিনদিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আগামীকাল সারা দেশে শোক দিবস পালন, কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলন, ১৭ মার্চ সারা দেশে বিক্ষোভ দিবস পালন ও ১৮ মার্চ সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ধর্মঘট।

সমাবেশ শেষে মিছিলটি পল্টনের দিকে অগ্রসর হলে পল্টন মোড়ে পুলিশ বাধাদান করে এবং মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করে। পুলিশ জামাল সরদার, রকিব উদ্দিন, হায়দার ও মাসুদ নামে চার তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

শুক্রবারের গুলিতে নিহত ছাত্রনেতা মঈন হোসেন রাজুর নামাজে জানাজা শ্যামলীস্থ এসওএস শিশুপল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সমাধিস্থলে তাকে দাফন করা হয়।